দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 APR 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ঢাকা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভ ঘেরাও ও সমাবেশ রোববার ক্যাম্পাসে অব্যাহত ছিল। অন্যদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিও তাঁদের কাজ শুরু করেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ভর্তি পরীক্ষা বাতিল আন্দোলন

(৪-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি ভর্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পরিষদ ও ছাত্রফেডারেশন পৃথক পৃথকভাবে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যকে রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ১৭ হাজার ছাত্রছাত্রীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারো নেই। নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি সম্পর্কে বলেন অতীতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত তদন্ত কমিটির মতো এই কমিটিও যদি পূর্ব সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত রিপোর্ট পেশ করেন, তাহলে ছাত্রসমাজ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। তারা বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত করে দোষি ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান। সমাবেশে বক্তৃতা করেন আসলামউদ্দীন, রেজাউল হক, মিজানুর রহমান, জোনায়েদ সাকী ও তাবিক বিশ্বাস।

দুপুরে "ভর্তি পরীক্ষা বাতিল আন্দোলন পরিষদ" নামের একদল ভর্তিচ্ছু ছাত্র ক্যাম্পাসে পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ ও প্রশাসনিক ভবনে হামলার চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশ এসে তাদের স্থান ত্যাগে বাধ্য করে। এরা কলা ভবনের অভ্যন্তরেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন একই দাবিতে মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক সমাবেশে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অপসারণ দাবি করেন। সমাবেশে বক্তৃতা করেন জোনায়েদ সাকী ও খঃ ফিরোজ।

তদন্ত কমিটি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির আহবানের প্রেক্ষিতে রোববার বেশ কয়েকজন ছাত্র প্রশ্ন ফাঁসের ব্যাপারে তাদের লিখিত তথ্য কমিটির সদস্য সচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ নজরুল ইসলামের কাছে দিয়েছেন। জানা গেছে, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য এখনও আসেনি। আজ সোমবার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেশ করার দিন। জানা গেছে, সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তদন্ত কমিটি আরো কয়েকদিন সময় বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তদন্ত কমিটি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে শীঘ্রই রিপোর্ট পেশ করবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধৈর্যধারণ করতে এবং একে কেন্দ্র করে যাতে শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট না হয় ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক ও সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর এস এম ইনামুল হক রোববার এক বিবৃতিতে গত ২২ ও ২৩ এপ্রিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কিত খবর প্রসঙ্গে বলেন, এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনের জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রকৃত দোষী, সে যেই হোক না কেন তাকে দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তি প্রদান করা হবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

এ প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কোন রকম মন্তব্য, ডেমোনেস্ট্রেশন অথবা কোন অবাঞ্ছিত [illegible] না হয় সে জন্য শিক্ষক সমিতি সকলের নিকট আহ্বান জানিয়েছে।